স ম কা লী ন ক বি তা

নদী

মাসুদ খান

পাখিতীর্থদিনে

উৎসর্গ

বন্ধু শামসুল হুদা বাদল
একদা সহচর, এখন নিভৃতবাসী—

বীজতলার অনির্বচনীয় কাদাজলে মাখামাখি সর্বাঙ্গ

প্রকাশকাল মার্চ ১৯৯৩

প্রচ্ছদচিত্র শিশির ভট্টাচার্য্য

অক্ষরবিন্যাস আর্টশপ মুদ্রণ মৌসুমী প্রিন্টার্স

স্বত্ব লেখকের

নদী কর্তৃক প্রকাশিত

পরিবেশক জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ৫১ পুরানা পল্টন ঢাকা ১০০০
মূল্য ৪০ টাকা

বইটি এ শর্তে বিক্রি করা হচ্ছে যে এটি ব্যবসায়িকভাবে ধার দেয়া বা পুনরায় বিক্রি করা বা কোনো প্রক্রিয়ায় কোনোরূপ প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে না; এবং যৌথভাবে স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশালয়ের অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশ মুদ্রণ, উদ্ধৃত বা অনুবাদ করা যাবে না।

ISBN 984-8103-03-1

সূচি

কুড়িগ্রাম ৭
কন্যাসংহিতা ৯
পিঠাপুরাণ ১১
সমাবর্তন ১২
ত্রিজ ১৩
ধূলিবিদ্যা ১৫
হন্যমান ১৭
বৈশ্যদের কাল ১৯
উভলিঙ্গত্রয় ২১
প্রতিষ্ঠান ২২
উর্ধ্বগমনের দিন ২৩
একটি চিত্রিত হরিণের পেছনে ২৪
একটি চিত্রিত বাঘ ছুটছে ২৪
লাল ২৫
প্রজাপতি ২৬
সূত্র ২৭
স্রোত ২৮
আপেল ৩৩
টানেল ৩৪
মানুষ ৩৫
মানুষ ৩৬
মানুষ ৩৭
ধর্ম ৩৮
সিলিকন চিপ, যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্তী কুকুর
এবং দূর-ভবিষ্যতের একটি প্রস্থান
৩৯ ও বিস্তারপ্রসঙ্গ
৪০ পাখিতীর্থদিনে
৪১ ক্লাউন
৪৩ সিমেন্ট/আরসিসি
৪৪ পরমাণু
৪৫ ক্রীতদাসী
৪৬ অনুষ্ঠান
৪৭ স্বকাল
৪৮ মৌমাছি
৪৯ তূর্ণট্রেনে আলোকবধূর পিত্রালয়ে যাওয়া
৫০ মৌল
৫১ বিমোক্ষণ
৫২ লব্ধি
৫৪ কবরের উপকথা
৫৫ চেরাগজন্ম
৫৬ ওই বাঁধে নির্জন সভাপতি থাকে
৫৭ কোলাজ
৫৮ উৎস
৫৯ প্রলাপ, সিসাবর্ষের প্রভাতে
৬০ সাবস্টেশনে একা একজন লোক
৬১ সার্কারামা

কুড়িগ্রাম

কোনোদিন আমি যাইনি কুড়িগ্রাম।

রাত গভীর হলে আমাদের এই প্রচলিত ভূপৃষ্ঠ থেকে
ঘুমন্ত কুড়িগ্রাম ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যায়।
অগ্রাহ্য করে সকল মাধ্যকর্ষণ।
তারপর তার ছোট রাজ্যপাট নিয়ে উড়ে উড়ে
চলে যায় দূর শূন্যলোকে।

আমরা তখন দেখি বসে বসে আকাশ কত-না নীল
ছোট গ্রাম আরো ছোট হয়ে যায় আকাশের মুখে তিল।

অনেকক্ষণ একা-একা ভাসে নিখিল নভোভারতের রাজ্যে রাজ্যে।
দক্ষিণ আকাশে ওই যে একনিষ্ঠ তারাটি,
একসময় কুড়িগ্রাম তার পাশে গিয়ে চিহ্নিত করে তার অবস্থান।
তখন নতুন এই জ্যোতিষ্কের দেহ থেকে মৃদু-মৃদু লালবাষ্প-ঘ্রাণ ভেসে আসে।

সেই দেশে, কুড়িগ্রামে, ওরা মাছরাঙা আর পানকৌড়ি দুই বৈমাত্রেয় ভাই
কুড়িগ্রামের সব নদী শান্ত হয়ে এলে
দুই ভাই নদীবুকে বাসা বাঁধে
স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ তারা কলহ করে।

নদী শান্ত হয়ে এলে
শাস্ত্রবাক্যে বাঁধা যত গৃহনারী
প্রাচীর ডিঙিয়ে এসে নদীকূলে করে ভিড়
প্রকাণ্ড স্ফটিকের মতো তারা সপ্রতিভ হয়।

হঠাৎ বয়নসূত্র ভুলে যাওয়া এক নিঃসঙ্গ বাবুই
ঝড়াহত বৃদ্ধ মাস্তুলে ব'সে
দুলতে দুলতে আসে ওই স্বচ্ছ ইস্পাত-পাতের নদীজলে।
কুড়িগ্রাম, আহা কুড়িগ্রাম!

পৃথিবীর যে জায়গাটিতে কুড়িগ্রাম থাকে
এখন সেখানে নিঃস্ব কালো গহ্বর।

কোনোদিন আমি যাইনি কুড়িগ্রাম।
আহা, এ-মরজীবন!
কোনোদিন যাওয়া হবে কি কুড়িগ্রাম?

কন্যাসংহিতা

১. নদীকূলে করি বাস.

কন্যা বারবার ঘুমিয়ে পড়ছে নদীতীরে
আজ সকাল থেকেই।
বারবার কেন ঘুমিয়ে পড়ছে?
যদিও নদীকূলেই বাস চিরদিন আমাদের,
একেবারে নদীতীরে নয়, একটু দূরে।
তবে কি জগতের সকল বিস্ময়ের শুরু হলো
এই ঘুমবিন্দু থেকে?

২. প্রাচ্যবচন.

সকল উদ্বৃত্ত নিদ্রা আর আচ্ছন্নতা
পরিত্যাগ করে কন্যা একসময় গাত্রোত্থান করবে,
সকন্যা আমাদের উজ্জ্বল গৃহযাত্রা হবে—
সেই দুর্মর অভিলাষ ঘিরে এই সাধ্যসাধনা নিরন্তর।

ওই যাঃ! কন্যা আবার ঘুমিয়ে গেল!
আর আমিও এই বসে পড়লাম লালধূলি নদীতীরে
কন্যাজাগরণ সাধনায়।

৩. প্রথম অধিকরণ—ঊর্মিকুমার ঘাট, ১ম বৈশাখ, ১৩৯৯ সাল.

কন্যা ঘুমিয়ে পড়ে নদীকূলে আজ ঊর্মিকুমার ঘাটে
আজ শুধু একটি বৃক্ষ নদীতীরে, একা আর হরীতকী।

৪. সাধ্যসাধনা.

আগুনে আকাশ আজ সারাদিন দোহন করেছে মৃত্তিকাকে।
বেলা পড়ে আসে
কত নিদ্রা যাও রে কন্যা...
গাত্রোত্থান করো
বাসকপাতা ধরে ধীরে উঠে এসো।
রৌদ্রস্রোতে আহা রূপ ধুয়ে যায় নিরন্তর
চলো এইবেলা গৃহে যাই ফিরে।

৫. সাধ্যসাধনা.

তোমাকে বিধৃত করে থাকে
অশেষ-ছড়ানো দুপুরের ক্ষীরমাখানো হরীতকী বীজ
নিচে অকথ্য আন্দোলন,
ধীর চলমান তীব্র অকটেন, ম্যাঙ্গানিজ।
তবু
কত নিদ্রা যাও রে কন্যা...
জাগো, জাগো একটুখানি।

৬. পৌনঃপুনিক.

পুনশ্চ ঘুমিয়ে পড়ে কন্যা নদীকূলে, উর্মিকুমার ঘাটে।

৭. সাধ্যসাধনা.

এইমাত্র শেষ দোহনপর্যায়।
ফেনা-উৎসবে, এখনই, উপচানো সার-সার গোলাকার মাটির বালতি।
বিশ্বের সব পাখি আজ ভিজে যাবে বালতিতে বালতিতে,
দণ্ডিত সারসসমেত (একেন পাদেন তিষ্ঠন্তম)—
চঞ্চু চঞ্চু থেকে ফেনা, সঙ্গে ধ্বনির তুঙ্গ মড্যুলেশন, ছিটাতে ছিটাতে।
দূর চক্রবালে ওই গোল দেয়ালে দেয়ালে
অযথাই জাগছে বৃষের পুরীষপিঠা
কোটি-কোটি শুটিবসন্তের আকারে
আচমকা, ঝলকে ঝলকে।
পালাই,
ছড়ানো সকল তৃষ্ণারেখা গুটিয়ে নিয়ে
চলো কন্যা পলিয়ে যাই এইবেলা নদীতীর থেকে।

৮. যখন ঘুমের ছায়া পড়ে নদীর ওপারে, ঘাসে.

তোমার ঘুমের কাঁপা-কাঁপা ছায়া শুষে
স্ফীত হয় ওই বৃষের কুকুদ, নদীর ওপারে, ঘাসে।

পিঠাপুরাণ

যে-উত্তাপ, শৈত্য আর জাদুর প্রভাবে
পোড়া পিঠাতেই উদ্‌গম অঙ্কুরের,
শুধুমাত্র রূপচিত্র বলে আটকে রেখেছ সে-উপাখ্যান
ব্রোঞ্জ-মেহগনি কৌটার নিখিলে।

পিঠায় পিঠায় ভরে গেছে সব গাছ।
আজ, সে-রাখাল, সেই অলস সৃজনকর্তা,
ছিটকে বেরিয়ে প্রকাশিত প্রথম নদীপথে ম্লেচ্ছভাষায়,
প্লাস্টিক ছেঁড়ার মতো শব্দ করে বায়ুতে বায়ুতে।

তার সব আফিম-কামাখ্যা-দশা নিজেই খারিজ করে দিয়ে
মুচড়ে উঠে আসে সারা দেহে চূর্ণ-চূর্ণ অক্ষরসমেত,
প্রবাদপৃষ্ঠার।

একবার কালো, আরেকবার দিগম্বর
যথাক্রমে কালো ও দিগম্বর হয়ে
ওই দঁড়িয়েছে পিঠাবৃক্ষতলে প্রকাশ্য দিবালোকে।
স্ফারিত তার চক্ষু ত্রিভুবন
অসংখ্য ঝকঝকে ঝুলমান পিঠার প্রকাশে।

এতকাল পরে, আজ এই পরম জঙ্গম দিনে
পুনর্বিবেচনার জোর দাবি হেঁকে হেলেদুলে আসে
ওই নাঙ্গা কালো কামলিওয়ালা
আমাদের মস্থর ম্যাজিশিয়ান আহা আলস্য মধুরেণ...
পিঠাকীর্তি-পুরাণ ওই...

বিছানো কম্বলের ওপর দু-চারটি টুপটাপ পিঠাফল।

সমাবর্তন

স্নাতক যাচ্ছে গুরুগৃহ থেকে ফিরে
সমাবর্তন আজ সমাবর্তন।
স্নাতক মিশবে ব্রহ্মপুত্র-জলে
ভাসাবে ব্রহ্মচর্য নদীর স্রোতে
সমাবর্তন আজ সমাবর্তন।

আবর্জনাই মানুষের শেষ উত্তর-অধিকার
ব্যাখ্যাবিহীন দাঁড়িয়ে রয়েছি যুগ-যুগ প্রাঙ্মুখ
পূর্ব দিকটি অধিক মৌল, অধিক অর্থবহ
দাঁড়িয়ে রয়েছি অনিঃশেষের প্রশ্নে আন্দোলিত।

স্নাতক যাচ্ছে গুরুগৃহ থেকে ফিরে।

সম্প্রসারিত উপবাস আর তৃষ্ণার কাচ ফেটে
গড়িয়ে পড়ছে ছাইরঙা স্রোত জলে
বহুবল্লভ যাবে আজ খুব দূরে
তার সাথে যাও, দক্ষিণে যাও, যেখানে ইচ্ছা খুশি
ট্যান্টালাসের উত্তরসূরি তুমি।

স্নাতক যাচ্ছে গুরুগৃহ থেকে ফিরে।

জেব্রা আসবে ব্ল্যাক-আউটের রাতে
লাফাতে লাফাতে। কাকভোরে কাকাতুয়া।
পশম পিছলে ঝরবে তাদের তির্যক দস্যুতা।
উত্তল সন্ত্রাসে
বিরামচিহ্ন কাঁপতে কাঁপতে ঝুঁকে পড়ে যাবে খাদে।

স্নাতক যাচ্ছে গুরুগৃহ থেকে ফিরে।

ব্রহ্মপুত্রে ভাসে মৃতদেহ অনুজ্ঞাপত্রের।

ব্রিজ

মধ্যরাতে ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে দেখি,
অসংখ্য প্রিজম ফুটে আছে পুনর্ভবা নদীপারে
আর ঠিক ডাঙায়, জলের সমতলে,
হাওয়ায় হাওয়ায় করতালি—
অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্য দিয়ে
তুখোড় তরুণ আলোকের অধ্যাপনা ভেসে যায়।
ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকে রং
এত রং, এত আলোবিচ্ছুরণ,
লোভাক্রান্ত ক্ষুদ্র মৎস্য আমি, তাই দেখে
সমস্ত স্মারক ভেঙে ভেঙে
ঘেঁষটে ঘেঁষটে উঠে এসেছি ডাঙায়।
জলের বিপুল ভরকেন্দ্রে আলোড়ন ওঠে
সহস্র বছর ধরে জাল আর উত্তেজিত লেজের বিক্রিয়া,
আঁশটে, কানকোয় বারংবার ঘর্ষবিদ্যুৎ জ্বলে উঠবার কাল,
বিস্মরণ, অসম্ভব সাদা বিস্মরণ
জ্বলে শুধু গোলার্ধে গোলার্ধে !

ডাঙায় প্রথমে খসে গেল বাঁকা লেজের অহং
ধীরে ধীরে গুল্মীভূত হলো দেহ
কামারশালার গনগনে কান্তলোহা, আগুনের ফুল আর ফুলকার অক্সিজেনে সখ্য হলো
আবহে আগুন লাগল
প্রেক্ষিতে প্লাবন।
সহসাই,
ভূমিগর্ভে কক্ষে কক্ষে ছটফট চৌকাঠ ভাঙার শব্দ
পিতা তার দুই বোবা কন্যা নিয়ে মার্চের দুপুর চিরে
সাঁই-সাঁই সোজা শুদ্রপাড়ার টিনের চাল ছুঁয়ে উড়ে যায়
মুহূর্তের মধ্যে ঝলসানো হবে লাস্যময়ী তরুণীর ঝাঁক
কঙ্কালের লোভে বসে বসে ওই ঝিমাচ্ছে
পৃথিবীর নিঃস্ব প্রাণিবিজ্ঞান।
দূরে উঁচু-নিচু উপত্যকা, খুব অস্পষ্ট গৃহগামী মানুষের রেখা
পাঠাগার থেকে চোখ মুছে ফেরে ব্যাধ
ধাতুবিষে বেঁকে বেঁকে ওঠে মুদ্রা
এলোমেলো এলোমেলো হন্যমান নীল উড়োহাঁসের চিৎকার
আজ কি ত্র্যহস্পর্শ?
এত ঝুঁকে ঝুঁকে গড়াচ্ছে কেন চাঁদ ত্রিশূলবিদ্ধ?
শজারুরা ধাবমান হলো দ্রুত

উচ্ছিত কাঁটায় কাঁটায় আটকে থাকল
দীর্ঘ লাল তোয়ালের উচ্ছ্বাস।

নাকি পুনর্ভব হবো ওই পুনর্ভবা জলে?

ধূলিবিদ্যা

কোটিযুগ পরে মাত্র আজ অবহেলিত ধূলিবিদ্যার প্রথম পাঠঃ

—স্বর্ণ ক্ষয়ে ক্ষয়ে কোথায় গিয়ে জমা হয় জানো?
তোমার শরীরের স্বর্ণ ও প্লাস্টিক?
—আকরে।
—আকর কোথায় তবে আজ?
—এই যে পূর্বাপর ধূলির প্রসার
এ-ই একমাত্র আকর—স্বর্ণের, প্লাস্টিকের।

ধূলি?
মৃত্তিকার কনিষ্ঠ উপজাত।
আবার, মৃত্তিকা?
মহাজাগতিক ধূলিরাশির শেষতম ঘনত্বজাতক।
তাই এমন কোনো পদার্থ নেই, যা বিরাজ করে না মাটিতে।
আর দ্যাখো, মৃত্তিকা বড় জীব-উদ্দীপক—
পাথরও, পুঁতে রাখলে, ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

আর এই ধূলিবৃন্দ, দূর থেকে গ্রেফতার করে আনে,
সঞ্চয়ে ছিল না যাহা এতকাল, সেই সুদূর সুর্মার ছাই আর
মেষের পশম।

একটি ক্ষুদ্র ধূলিলিপ্ত আয়তন এবং মদীয় অবস্থানঃ

বালিচূর্ণস্বর্ণরেণুভস্মকার্বনকর্দমকণাকুলহরিনের নিখিল মাখামাখি
দিয়ে রচিত এই ধূলির প্রেক্ষাপট—
তারই মধ্যে ক্ষুদ্র কালো বালিকণা,
নিহিত হয়ে থাকি শতক বছর।
বেগবতী রাজ্ঞী বক্ষ মাড়িয়ে মাড়িয়ে যায়
পদধূলি সংগ্রহ ক'রে।
দূরে কারা যেন দল বেঁধে মঞ্চ ভাঙছে
থেকে থেকে তার গুঞ্জন ভেসে আসে।
আমার চক্ষু দুটি আজ অঞ্জন ও দ্রব্য-গ্রাসিত
ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখি—
মঞ্চলিপ্ত এক মহামহিমের সর্বপাৎলুন ধরে টানছে
হিংস প্রজাকুল, এই ধূলি-অভিমুখে।
আর এই ঋতু প্রজাদের অগ্রহায়ণের।

মাকড়, শস্যদানা, কাক আর কাকতাড়ুয়ার
চতুর্ভুজ দ্বন্দ্বের মধ্যে বিকশিত খরিপশস্যের প্রগতি—
আমার দক্ষিণে প্রবাহিত উজ্জ্বল বেগে
আমি কাত হয়ে দেখে যাই এতসব ইতিবৃত্ত।

ধূলিমগ্ন আছি, থাকি,
সম্ভবত এবছরও থাকতে হবে।

হন্যমান

আমি আর কিছুটা মুহূর্ত ফিরে পেতে চাই
ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় জলপাই করব খরিদ
বানরের সব খর রাত্রিগন্ধী থাবার কঙ্কাল।
সবগুলি মাত্রা থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ে যাবে চন্দ্রবিন্দু
আর আমি অন্ধকার ঘাসে ঘাসে দ্রুত
দিগ্বিদিক চন্দ্রবিন্দু কুড়াতে থাকব।
ফ্লাড-লাইটের শীর্ষে শীর্ষে
বিশাল তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে আমার গালিচা
গন্তব্যে ঝুলন্ত পাঁচ অঙ্কের ম্যাজিক বর্গ—ওই
বর্গ ভেঙে ঢুকে যাব নিশিকান্ত অন্তঃপুরে। দূরে
স্ফুলিঙ্গ উঠবে।

আমি আর কিছুটা মুহূর্ত ফিরে পেতে চাই
ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় জলপাই আর
সর্বক্ষমতার কেন্দ্রীভূত চূড়া
খুঁজে নেব হাতের মুঠোয়।

এই লাল অন্তিমে, এখন,
সব তবে একসঙ্গে শুরু হয়ে যাবে!
তালুদেশে আরো একটি নতুন তর্জনী গজানোর ব্যথা
তা-ও এই মুহূর্তে, এখন!
প্রজ্জ্বলন্ত ক্রোধ নিয়ে এই-এইমাত্র আড়মোড়া ভেঙে
জেগে ওঠে ইন্দ্রিয়ের মাটির গোলেম
সহস্র বছর পরে, অশ্লীনিদ্রা শেষে—
এক বাহু ভাঙা, ঠাণ্ডা, গলনপ্রবণ,
বারবার জানু ভেঙে পারদ খিমচে ধরে ধরে তবু উঠে আসে
পারদস্তম্ভের চূড়াস্য চূড়ায়—আর কোনো উচ্চ নেই।
খুব নিচ থেকে ওঠে বুদ্‌বুদ-বুদ্‌বুদ কান্না
পিরানহা মাছের। মেরুনরঙা, প্রাচ্য।
সর্পবিষে চিড় ধরে ইতস্তত বনস্পতি বৃক্ষের বল্কলে।
আর এ-ই একমাত্র দৃশ্য
একমাত্র দ্রষ্টব্য এখন,
অন্যসব ভঙ্গুর ও গ্রীষ্ম।

সমস্ত কোষের ক্রিয়া ঠিক থেমে যাবার মুহূর্তে
লিবিডোর তাড়নায় আরো কিছু অগোছালো হবে।

বৈশ্যদের কাল

ধীরে ধীরে এই ভূমিপৃষ্ঠে ফিরে এল বৈশ্যদের কাল।

সার্থবাহ নিয়ে আসে ঝলমলে বাসকপাতার কোলাহল
দুঃখ সেরে যায়, অসুখ সারে না।
প্রতিদিন লাল রং ভালোবেসে অনূঢ়া অনল
খেয়ে নেচে নেচে বেঁচে যায় ছেলে।
অসুখের ওই পার থেকে ছোটমাসি পুরো নাম ধরে ডাকে,
'আয় দ্যাখ্, বৃক্ষেরা কর্তব্য করে না
কেবলি কলহ করে মেঘেদের সাথে।'
অমনি মাথাভর্তি ঝিলিমিলি হিলিয়াম নিয়ে
নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে
ওই উঁচু-উঁচু মেঘ থেকে তিনচক্রযানে চেপে
ছুটে আসে ছেলে।
বাতাসে বাতাসে ঘর্ষতড়িৎ জ্বলে ওঠে।
চকচকে নিকেলের মতো তারাবাজি পোড়ে।
তারপর একদিন ঘুমন্ত স্ত্রী আর পুত্র রেখে ঘন রাতে
নিরুদ্দেশে যায়
নিরঞ্জনা নদীকূল শুধু কাঁপে অকূল তৃষ্ণায়।

প্রকৃতি অলস ঢঙে এসে উপগত হলো ওই পুরুষের
পিঠের ওপর
কালচক্রে জন্ম নিলো জন্তু
অর্ধেক জলজ আর অর্ধ উর্ধ্বচারী প্রাণীর মতন।
রক্তচক্ষু,
শিরদাঁড়া কাঁটাঙ্কিত, অসম্ভব বর্ণাঢ্য যুগল ডানা
নিম্নাঙ্গে জলজ পিচ্ছিলতা, লেজ
মুখ দিয়ে অবিরল তেজ বের হয়ে ভাসালো ভূখণ্ড
কী যে কাণ্ড হলো!
ডাকো বৈদ্য। আহা, ডাকো না বুদ্ধকে।
সে তো বোধিপ্রাপ্ত, সে এসব জানে, তাকে ডাকো।
তারপর ধূলিঝড় হলো, হিমবাহ গেল শতযুগ,
ধীরে ধীরে এই ভূমিপৃষ্ঠে ফিরে এল বৈশ্যদের কাল।

ওইখানে হইহই রইরই পঞ্চকাণ্ড মেলা বসতো
হাজার বর্ষ আগে
আজ শুধু একজোড়া নিরিবিলি জলমগ্ন বৃক্ষ বাস করে।
দূরে ওই বৃক্ষমিথুনের থেকে, থেকে-থেকে মিথেন জ্বলে উঠলেই
ছেলেরা ও মেয়েরা একালে বলে ওঠে, ওই যে ভূতের আলো দেখা যায়

নীল-নীল আলো দেয় ছেলেটির শরীর, অশরীর।

উভলিঙ্গত্রয়

পুংকেশের বহু বাহুস্তর
আঁকড়ে আছে গর্ভগহ্বর
প্রত্নতম গর্ভগুহাতলে
স্বয়ংক্রিয় লুসিফেরিন জ্বলে
বারংবার বস্ত্র দিই বটে
বস্ত্র ফেটে পরাগপাত ঘটে।

পাখে-পুচ্ছে শূন্যে উড়ে যায়
আকাশ থেকে জন্তু খুঁটে খায়।

পুঞ্জীভূত উভলিঙ্গত্রয়
ঈশ্বরের উপভগ্নীদের
ছিঁড়ছে টেনে ডানা, ডিম্বাশয়।
খিদের, এই উপভোগ খিদের।

সূর্যহারা বিষমাখানো ভোরে
তেজস্কর রশ্মিজতু ছোঁড়ে
আকাশধনু। মুখে রত্নতীর,
ক্ষেত্রে ঢোকে স্থূল যোদ্ধাগণ
আসছে ব্যেপে বহুশৃঙ্গ ভয়
পটভূমিতে বর্ণাবর্তন।

ভূপিঠ ভাসে ঋতুবিচ্ছুরণে
বায়ুস্তরে যত অম্লজান
নিচ্ছে শুষে লিঙ্গমূলত্রাণ
মনুষ্যেরা পালিয়ে বাঁচে বনে।

বিশ্ব পোড়ে মূর্খ ফার্নেসে
নামছে উভলিঙ্গ হেসে হেসে।

প্রতিষ্ঠান

এপ্রিলের সমান উঁচু ওই মনুমেন্ট
দুলে দুলে মাথা নাড়ে
গর্ভিণীর সান্ধ্য ইচ্ছার মতো, দূরে।

বীজায়ন প্রক্রিয়া, তারও পূর্বপার থেকে
জন্মদিন ভেঙেচুরে, দেহ তো হয়ইনি, দৌড়ে আসে সীমারেখা।
প্রকল্পের প্রভাবে জোরালো সোডিয়াম জ্বলে।

আলজিভ ভূতপূর্ব ঘনত্বে উঠে আসে
হিক্কায় ন্যক্কারে, রাত্রির।

ওই সটান প্রত্যালীঢ় ভঙ্গি তোর প্রধান নিষাদ,
জাফরান ওড়ে চূর্ণ-চূর্ণ রৌদ্রের সিলিকন।
মনুমেন্ট, তেজকস্প্র তোর চুলের ইতিবৃত্ত।

কোন বর্গে জন্ম তবে এই শুষ্ক নিষাদের?

অসংখ্য রেখা, কতো নীবিবন্ধ, জাহাজযন্ত্রণা...

প্রতিষ্ঠান উপচে উপচে পড়ে যায়
টুপটাপ জিরাফ ও যজ্ঞডুমুর।

উর্ধ্বগমনের দিন

উপবাসে উপবাসে স্বচ্ছ হয়ে আসে এ শরীর
এখন এই কায়া, এই গৌর ট্রান্সপারেন্সি,
একে আমি আজ
কোথায় লুকিয়ে রেখে তবে যাই এই বনস্পতির বিরলে?

দ্রব্য। দ্রব্যপুঞ্জের এক নিখিল চুক্তিময়তার
কেন্দ্র–এলাকায় বসবাস।
লীন হয়ে কেবলই বিরাজ করে যাওয়া।

পুরাতন বস্তু থেকে উত্থিত সেই কবেকার
ব্রাত্য সংকেতেরা এতদিন পর আজ কেন ধেয়ে আসছে
তীব্র জ্বরকম্পন নিয়ে রেডিও তরঙ্গে-তরঙ্গে?

উপবাসে উপবাসে অনঙ্গ হয়ে আসে এ শরীর।

আজ উর্ধ্বগমনের দিন।
এই কায়া, এই নিঃসীম বিভ্রান্তি,
ছায়াসহ, কোথায় লুকিয়ে রেখে
তবে যাই উর্ধ্বগমনে?

একটি চিত্রিত হরিণের পেছনে
একটি চিত্রিত বাঘ ছুটছে

বালি। লালা।
অকস্মাৎ নায়িকাচূর্ণের দিগ্বিদিক ঘ্রাণ।
ধর্ম ও বীর্যবাসনা প্রবল হলে জাগে টান।
টান থেকে গতি।
আন্ডারক্যারেজ গিয়ার ..... গতিবর্ণ—পপিফুল
গতিগন্ধ—পপিফুল, মদপিচ্ছিল মৎস্যকন্যা।

ক্রমে গিয়ার পরিবর্তন ..... গতিবর্ণ—টগবগে লাল
গতিগন্ধ—পোড়া রক্ত, তাম্রডিজেল।

চিত্রাবাঘের ঘ্রাণের ঝিল্লিপথে
পোড়া মবিলের ধোঁয়া এসে লাগে মৃগইঞ্জিন থেকে।
উত্তেজনায় চাপ গিয়ে লাগে চিত্রার ত্বরায়কে
আর তিরতির কাঁপা স্পিডোমিটারের কাঁটা।

ক্রমে অবিশ্বাস্য ত্বরণ ..... বর্ণ—উজ্জ্বল উল্কা।
গন্ধ—পটাশিয়াম সায়ানাইড।

ক্ষুধায়, ধর্মলালায়, যৌনতায় ও প্রেমে
হরিণ ও চিতার রূপচিত্রগতি অবিরল,
চকচকে যুগ্ম ট্রাজেক্টরি।
যেন এক বিস্তারিত অসিলোস্কোপ—
তাতে ধাবমান অসংখ্য হাফ-সাইন-ওয়েভের
দ্রুতদীর্ঘ সিরিজ।

আর
তিরতির কাঁপা উচ্চাভিলাষী কাঁটা।

লাল

প্রভূত খনন শল্যক্রিয়া থেমে গেলে
অফুরন্ত শব্দ আর গর্জনের বায়ব-বুদ্‌বুদ
খনিজের রূপ ধরে উঠে আসে।
হরপ্পার কোষে খুব হাতুড়িগর্জন, হ্রেষা, সিংহের বৃংহণ
শাবল মোহর শিশু সিন্ধু সুরকি পাখি লেদ লায়ারের মিশ্রিত কূজন
আরো বহু শব্দ ছিল
সমস্ত শব্দরাশি ক্রমে কাষ্ঠীভূত হয়ে
তবে ওই সারি-সারি সাজানো বৃক্ষ।
প্রমাণিত হলো,
জীবের একটিমাত্র রক্তসঞ্চালন যন্ত্র ছিল
বিপরীতে দুটি রশ্মিবিচ্ছুরণ যন্ত্র—
না থেকে উপায় ছিল না।

জনান্তিকে বলে রাখি—
এইমাত্র দৃশ্যাবলি যথার্থই হল্য, হিন্দু ও বৈড়াল।

হৈমবালা ছোটভাই-কোলে মির্জাপুরে চলে যায়
মোরগশীর্ষের লগ্নে
গোধূমের দিনশেষে...দাঙ্গা...

প্রজাপতি

প্রজাদের ঋতুরক্ত রেণুকায়
ভূগোল ভিজতে থাকে
সীমানাবিলাস ভণ্ডুল হয়ে যায়।
এহেন জননদিনে কোথায় রহিলে প্রজাপতি !

ট্রান্স-আকাশগাঙ্গেয় পথ
মাঝে মাঝে ছোট সিল্কি ব্রিজ—
তাতে চড়ে দোল খায় প্রজাপতি পুলহ পুলকে
পরম বৃদ্ধের মতো, মুখর মিথ্যালোকে
শুধু ঝুলমান ব্রিজ।

পিতা ডাকে কাকাতুয়া,
খোকা ডাকে তাতাতুয়া
তবু হায়, প্রজাপতি, ওই দূর মহাকাশে শুধু
জ্বলজ্বলে জ্বালানি-জংশন হয়ে ফুটে থাকে।

পিরিচবাহনে তুমি
টিমটিমে লণ্ঠনে তুমি
কতদূর থেকে আসো বুদ্ধাসনে,
কচুরিপানার মতো দুইপাশে
মঘা, মেঘ, বুধ সরিয়ে সরিয়ে।
এসে পৌঁছতে পৌঁছতে হায়,
মাতাল বরাহকল্প শুরু হয়ে যায়
এই অঞ্চলে।

এ-যাত্রায়, পতি, শিখে যেয়ো পিপীলিকা-আহার
আর
বহিত্রচালনা, উত্তাল আকাশগঙ্গাপথে।

সূত্র

আগুনকে খুঁজে খুঁজে উড়ে আসে দুর্বোধ্য ইন্ধন।
এদিকে কার্পাস তঁকে দেখিয়েছে তার সূত্র। সেই
সূত্র ধরে এতদূর অব্দি চলে এসেছে আগুন।
সুগঠিত হয় জলপোড়া-গন্ধ, হলুদ-হলুদ।
অভিশাপ-অঙ্কিত লণ্ঠন দুলে দুলে চলে যায়
বহুদূর—যেন বহমান একপুঞ্জ বিনষ্ট অক্ষর।
অন্যদিকে আগুনকে খুঁজে ফেরে দুর্বোধ্য ইন্ধন
আগুনকে জমকালো দুর্বোধ্য ইন্ধন।

স্রোত

১.
দুইদিন আগে আমাদের খামারের পাশ দিয়ে
সহসাই ঝলকে ঝলকে শক্তির স্রোত বয়ে গিয়েছিল
কত প্রাণী এসেছিল!
পাত্র-পাত্র শক্তি ধরে নিয়ে চলে গেল।

২.
মূর্ধা থেকে মূর্ধন্য-ণ কে ণণণণণণণণণণ ভঙ্গিতে ফেলে দেব
আগে পৌঁছাই আত্রাই।
আত্রাইয়ের পরেই লৌহ। লৌহ মানে লোহা।
লোহা আর গঙ্গাফড়িঙের মিলিত গর্জনসমবায়
কেউ বলছে, গর্জনকাঠ। নিরেট। দেখাই যাচ্ছে লেজ নেই।
মেধা আর মহিষের মধ্যে তৃতীয় কোনো ধারণা নেই
কিন্তু কেউ জানছে না, আসলে এ-দুয়ের মাঝখানেই কালীসন্ধ্যাবেলা
ওই নিস্তরঙ্গ গর্জনকাঠ শুয়ে থাকে। কুকুরকুণ্ডলী দিয়ে।

খামারে ও অঙ্গনে ঝুলছে গুচ্ছ-গুচ্ছ চিল ও তৃষ্ণা।
উদ্ভবের আদিতে ছিল ওই সুত্রহীন ভূবনচিল,
প্রগমনেও চিল,
চূড়ান্তে তৃষ্ণা।
আর এ-বছর জীবের মন নৈশ, বুদ্ধ, চতুষ্কোণ নৈশ
এবং ত্রিশ ডিগ্রি কোণে প্রক্ষিপ্ত মূর্ধন্য ণ-এর সঞ্চার পথের মতো জৈব।

৩.
বিশ্লেষণে যায় চলে এক বিশাল আদি নাস্তি
বিস্ফোরিত নাস্তি ফেটে দুই ধরনের অস্তিঃ
ধন- এবং ঋণ-।

৪.
স্থান ও কালের সঙ্করধাতুর ধারণা দিয়ে প্রস্তুত গরিষ্ঠ চাকা
চাকা ঝিমাতে ঝিমাতে যায় শেষরাতে বহিস্থবাটীর ধার ঘেঁষে।
নিঃশব্দ। শুধু ওই চক্রবর্তী ইস্পাতের ক্ষণঝলক ঝরে প্রহরে প্রহরে
পাঠশালায়, খামারে ও অঙ্গনে।
বালকেরা ঝলক কুড়াতে চলে যায় পিছে পিছে বহুদূর।
সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ডানায় অন্ধকার করে নেমে আসে
শতযুগ আগেকার ফাঁকি-দেওয়া গণিতের ক্লাশ।

৫.
শ্রীকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে তাই লীলাকৃত্য ফেলে
উষাকাল থেকে
বিবিধ আমিষ ও অ্যামিনো অম্লের সামনে দাঁড়াতে হয়
নিস্পলক, নিয়তিবাধিত।
দেখে যেতে হয়—
আমিষে এসিডে ঠিক কখন উন্মেষ, প্রথম স্পন্দনের।

৬.
ধীবর ও সালামাভার পর্ব.
এই ব্যাখ্যাবিবর্জিত মহামাঠে
অপরাহ্নে, প্যান্ডোরার বাক্সটি
কুড়িয়ে পেয়েছে ধীবর।

এদিকে সালামান্ডার কিছুতেই জল ছাড়ছে না
আঁকড়ে আছে সহ্যগুণে, উদ্ভব-
লগ্ন থেকে, নৈর্ঋতেও যায় না সে;
গুপ্তজলে আকর্ষণ রাখা আছে।
ধীবর পুঁতে রেখেছে ওই আকর্ষণ বহুদিন।

বিবিধ তৈজসপত্র বারংবার অরক্ষিত রেখে এই
ধীবর ধেয়ে যায় জলের দিকে, ধু-ধু।

ধীবর ডেকে যায় ক্রমশ তাম্রস্বরে, উঠে আয়
অগ্নিসহ, ডাঙায় উঠে আয়, অগ্নি, দিব্যাগ্নি আছে, দেব,
আছে বাক্সাবশেষ বটে।

৭.
প্রক্রিয়ার নাম বিকিরণ.
রক্তঃ
সারাদিন বিভিন্ন রং লুকানো-শেষে সন্ধ্যায়
লাল লুকাতে গিয়ে প্রাণান্ত। ব্যর্থ। লজ্জা।
তবু বিনীত বিশ্বস্ত পরিবহন।
বিপুল তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়ে অন্তরালে কোলাহল।

সব্জিঃ
ঝুড়িভর্তি উপচানো সবুজ উলের উচ্ছ্বাস
চারপাশে ক্রীড়মান ঢেউ-ঢেউ রশ্মি—
মার্চ-মরীচিকা। দূর থেকে দেখা।
অকস্মাৎ দুম করে সমস্ত সবজি নিভে গেলে
পৃথিবীতে কালো মেয়ের উদ্ভব।
সমুদয় বর্ণ বর্ণভেদ শুষে শুষে
কালো হয়ে বসে থাকে কালো মেয়ে

রাংতাচ্ছট রাংচিতা-ঝোপের শীর্ষে শীর্ষে, পা মেলে, সর্ববর্ণশোষক।
কালো লালা, কালো মন্ত্রডিম্বলালা ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপ্তে।

৮.
মেঘ, ঠোঁটে নিয়ে একখণ্ড সুদূর রেশম, নুড়ি,
যাও চলে অঞ্চলে ছড়িয়ে আলোড়ন।
মেঘ, ও বিশপ, যাও ধীর-ধীরতর
দ্রিপ-দ্রিপ
পার হয়ে ওই কৈলাশ, অলিম্পাস।

৯.
কায়মাসুদ.
পৃথিবী—গ্রহ। সূর্য—নক্ষত্র। ছায়াপথ—গ্যালাক্সি।
অঙ্কহীন গ্যালাক্সিগতির বিন্যাস।
ঘোড়ার ইলাস্টিক জিনগদির মতো এই বিশ্ব—
এই এত যে গ্রহ উপগ্রহ নীহারিকা সুপারনোভা—
মাসুদ খান সত্তা নিয়ে অন্য দ্বিতীয় কোনো কবিপ্রাণী নেই।
থাকছেন না। যদিও-বা কোথাও জায়মান হতে যায়,
অমনি শুরু হয় সংকটের। অবশেষে টিকতে পারে না।

কিন্তু আড়ালের ঘটনা এই যে,
ঋণাত্মক বিশ্বে প্রতিমাসুদ থাকেন
ফ্লেকজিবল পাইপের মতো গলা।
আমার বিপরীতে কবিতা লিখে যাচ্ছেন।

১০.
পরিত্যক্ত এরিনায় নৈশ অধ্যায়.
মৃত এই প্রেক্ষাক্ষেত্রে কারা আসে আবার সজীব?
ধৃতরাষ্ট্র! হাঃ, সেও এসেছে ! সে তো এখন পর্যন্ত জ্যান্ত, জীব।
জীব আর কতটা দীপনশক্তি ধরে রাখে এই ব্যাপ্ত
ক্লীব অন্ধকারে ? জাড্য থেকে দ্রুত মুক্ত হয়ে এস জড়, তুমিই পর্যাপ্ত
শক্তিশীল। অন্যথায় আজ খুব রক্তা-
-রক্তি হবে। উপরন্তু আসক্তি থেকেই যাবে যাক, অবিভাজ্যের প্রবক্তা।

প্রকাশ থাকে যে, লাশে জ্যান্তে আজ ইকেবানা, চূড়ান্ত বিন্যাস।
লাশ জ্যান্ত লাশ লাশ লাশ লাশ লাশ জ্যান্ত লাশ।
যতটুকু তাপ পেলে সোজা নির্বেদাঙ্কে পৌঁছা যায়, ঠিক
ততোটুকু দম্ভা ছিল, তেতুলবৃক্ষও ছিল ঝুঁকে উপলব্ধির দক্ষিণ দিক।
তাপ আর তেতুলবৃক্ষ তো পৃথগন্ন নয়। নিঃসঙ্গ মৌমাছি তার ফরমিক বিষের
প্রতাপ হারায় জমজমাট কংগ্রেস থেকে ফিরে একা। তাহলে কিসের
অবতারণা এ? শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মের এই অণ্ডটিতে ছোট ছিদ্র হবে, ছাইরং
ধারণা নির্গত হবে। অবিশ্রাম ধারণার স্রোত শুধু—গদ্যাকৃতি, লু, লিপ্ত এবং
স্থূল। শাস্ত্র খুঁড়ে তুলে আনা শেয়াকুল গাছ; ডালে গর্জমান লালমাংস
হুলো বিড়ালটি—নৈশ ডিজাইনে ঢোকানো শরীর দ্রুত তিন-তৃতীয়াংশ।
শাস্ত্রের সে পাশ দিয়ে বিপর্যয় বেঁকে দৌড়ে যায় সদ্য-ছিন্নমুষ্ক ষাঁড়ের গতিতে
অস্ত্রের প্রাবল্যে, ঠিক বিপরীতে, ঝাঁক-ঝাঁক ফলে থাকে কার্পাস, সিঁড়িতে।

মিল-এ যাব, হেঁটে হেঁটে, সুদূর-উদ্দিষ্ট, আলোজ্বলা, কাপড়ের।
চিলেকোঠা থাকে, কালো পিপীলিকা থাকে অনেকের। অবিমৃষ্যকারীদের ?
কোনও রন্ধ্র নেই, পরিপাশে
শোনো, নকটার্ন ভেঙে ভেঙে যায় আজ এই অনর্থক বরেন্দ্র-উল্লাসে।

১১.
অতীতকে গোধূলি বানিয়ে, সঙ্গে নিয়ে, বৃষ্টি আসে
আর আচম্বিতে এক ঝলক ঝাপসা হাসিরেখা, পিতার,
বহুচূর্ণ।

১২.
দোলনের সবথেকে উঁচু অবস্থান থেকে সব
বর্তুল দেখায়। পোর্সেলিনে তৈরি মানুষ-মানুষী.
উদ্ভিদের মূলে বাঁধা জলযান। শান্ত জল। তবু
বোধ হয়, নিরুদ্দেশ এই পরিব্রাজন, অশান্ত।

১৩.
ছিটানো ভস্মের মতো পৃথিবীর সব জলে জলে
চূর্ণ নীহারিকা ঝরে। তা থেকে মাছের অঙ্কুরণ—
স্ফটিকের লেজ, বদ্ধপক্ষ, তবু জন্মভ্রামণিক।
ভ্রম, শুধু ভ্রমাত্মক এইসব দোলনসময়।

১৪.
দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি একা একটি কুঁড়েঘর,
ডানে বামে আশেপাশে কোথাও কিচ্ছুটি নেই।
কারা থাকে, ঘরে!?

আপেল

আপেল পেকে এস ক্রমে,
ধীরা ধরিত্রী ডাকে, আয় গর্ভকেন্দ্রে,
সন্তান, কালাচাঁদ আমার।

ঢিলবন্দি ফল হাকাকার করে কেঁদে ওঠে।

আপেল পেকে আসে।
অতিগাগনিক মেঘ এসে ছায়া দেয়।
আপেলবাগানের মালিক ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে
একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।
অলক্ষ্যে ফল ঝড়ে পড়ে ধরিত্রীর ত্বকে।
অবশেষে। বিবিধ মাধুর শেষে। মাধ্যপ্রেমে।
লাফিয়ে বলে ওঠে, মেদিনী বিদায় দিউ,
পঁশিয়া লুকাউঁ কেন্দ্রে।

আপেলবাগানের মালিক এসব কিছুই জানে না।
শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র...

টানেল

পিঠের ওপর হেঁটে যায় কাঁচা জল
জলের প্রবাহে নতজানু গ্লেসিয়ার
চন্দ্রতাড়িত জাহাজের তলদেশ
খেয়েছে জলের উদ্ভিদ, শ্বেতসার।

তরলতা ধীরে ধীরে ঘন আয়তন
জমতে জমতে হয়ে যায় দুর্বহ
আকাশ ভেঙেছে মাধ্যাকর্ষে আজ
ত্বরণে, দ্রবণে ভার এত ! ভারসহ।

টানেল যে হলো বিকল্প মৃত্যুর
হারানো মানুষ টানেল লুকিয়ে ফেলে;
ঈশ্বর নেবে গণিতের আশ্রয়
সবাই ফিরেছে, ফেরেনি একটি ছেলে।

অরেঞ্জ নদীর তীরের মানুষদের
চামড়ার নিচে বেড়ে ওঠে মেলানিন
শিরাপুঞ্জের ডালে ডালে লাল দ্রোহ
ছিঁড়ে ফেলে তারা সভ্যতাকৌপীন।

টানেল জানে না এসব কাহিনি, হাবা
বোঝে না সে গতি, রক্তের চলাচল
শুনছ টানেল, ভূতলপৃষ্ঠে জাগে
লুপ্ত মানুষ খুঁজবার কোলাহল।

মৃত্যুতে নয়, টানেল, ঢুকবে এক
স্মরণকালের বিব্রত মৌমাছি
আগুন অসুখ দুই হাতে সব খায়
পাঁক-থেকে-ওঠা ক্ষিপ্ত সব্যসাচী।

লুব্ধ শ্রবণ ঢেকে দেয় বারবার
জন্তুর মতো উলঙ্গ সন্ন্যাসী
কাল থেকে আমি বিলুপ্ত হয়ে যাব
কাল থেকে আমি টানেলের অধিবাসী।

মানুষ

প্রাণিশূণ্য নদীচরে নির্বাসিত একটি বিড়াল।
কালো ও নিঃসঙ্গ।
(চুরি করে পাত্র ভেঙে দুধ আর মাছ খেয়ে ফেলে,
উপরন্তু ইঁদুরও ধরে কম,
তাই উত্ত্যক্ত প্রতিপালক
বস্তাবন্দি করে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে বালুচরে, আজ ভোরে।
বিড়াল বারবার লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে চেয়েছিল
প্রভুর প্রত্যাবর্তনকারী নৌকায়।)

পানির কিনার ধরে হাঁটে।
দু-একটি উচ্চিংড়ে, ব্যাঙ, লম্ফমান মাছ
কৌতূহলে আড়চোখে দ্যাখে—
এ-জমিনে নতুন মখলুকাতের আবির্ভাব ঘন চৈত্রদুপুরে।

পানির কিনার ধরে হাঁটে।
বামাবর্তে সমগ্র চরটি ঘুরে আসে।
একবার দাঁড়ায় উপদ্রুত মনীষীর মতো দৃষ্টি মেলে দূরে—
প্রসারিত পলিথিনের মতো টানা জল, মরুরং;
তীব্র ফড়িং-শিহরণসহ ভেসে ওঠে
পরপারে প্রবাহিত সবুজ সিরামিক-ব্যান্ড, ঘনবসতির;
ছায়া
শিশু-ইঁদুরের মায়াকরুণ চাহনি
মনিবের সর্বশেষ মুখভঙ্গি
নিরিবিলি উঞ্ছজীবিকার স্মৃতি।

খুব ম্রিয়মাণ হয়ে ধরা দেয় মালিকের দূরনিয়ন্ত্রণী সংকেত—
তিনি এখন এতটা দূরে, প্রাক্তন।

মানুষ

এই দৃশ্য আমি কোথায় ধরে রাখি—
সেই যে প্রথম প্রখর দুপুরে
অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে
এক ক্লান্ত তস্কর বসেছিল
প্রায়-নষ্ট আপেল হাতে;
পেছনে সাপের ফণায়ন।

মানুষ

ওষধি বংশের এক নিবিড় সন্তান
অঙ্গ কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে তবে হয় বংশবিস্তার।
সময়, পক্ষান্তরে, এক ভিন্ন তস্করের মুখোশ
তোমারই সমঅন্তরালে পথ চলে।
তোমার সংগ্রহ থেকে কত প্রত্ন, কত পীড়নপ্রণালী
যুগ যুগ চুরি হয়ে যায়।
কোন দিকে? যেইদিকে দ্বীপ ভেসে ওঠে।

অসংখ্য ভাসমান কালো বিড়াল-লোমের মতো
আজ ছেয়ে আসে পূর্ণগ্রাসের দিবস।
আমি দেখি।
তোমাদের এই বংশের কেউ নই,
না তস্করকুলের কেউ
শরীরে ঢেউ নেউলগন্ধের,
তবু উল্লিখিত দ্বীপাঞ্চল থেকে
একদিন ধৃত তস্করের পিছে পিছে
উদ্দেশ্যহীন আমিও তস্করবৎ ধীরে...

ধর্ম

দেহের জটিল গ্রন্থি থেকে সব প্রলম্ব শিকড়, অস্থানিক।
কাণ্ডান গুলি ছোঁড়ে আর হাঙরের মাথা গুঁড়া হয়ে যায়;
এলোমেলো এলোমেলো কাণ্ডান গুলি ছোঁড়ে আর হাঙরের মাথা কর্পূর,
কর্পূরগন্ধ উড়ো-উড়ো ওই দূরে ঝকঝকে ভূমধ্যরোদে
আপেলবিকাশের কূলে কূলে।
পশ্চিমের নদী থেকে উড়ে আসে ভাঙাঝাঁক
হর্ষবর্ধন যৌনকবুতর।
পক্ষান্তরে খেজুরবাগান।
পেঁপেগাছের নিচে ছয়রঙা রাক্ষস
ছয়বার হারাকিরি খেলে সন্ধ্যায়।
নামে রাত
খেজুরপাতার ফাঁক গলে ঝিকিমিকি তথ্য ঝরে পড়ে ঐশী।
খুব ভোরে পুনরায় চিকিৎসাকেন্দ্র গুঁড়া করে দিয়ে
দিব্যডানাযোগে উড়ে আসে রোগা ছেলে।
রোগিনী দৌড়ে আসে ক্রোমাইট-স্তর পার হয়ে
এই বিস্ফোরিত মহা-বয়লার-কণার ছুটন্ত পুচ্ছছায়ার নিচে নিচে
রোগিনী দৌড়ে আসে, এসেছিল।

ওই অস্থানিক শিকড়পুঞ্জের মতো
আকাশ আকাশ থেকে দুল্যমান
একটিই ভার্টিক্যাল দৃশ্যসূত্র—
ইরম্মদ-ঝলকানো এক মরুপথ,
পথে অন্তহীন পালকিপ্রবাহ।

পালকিচূড়ায় চূড়ায় ওড়ে চিকিৎসাসদনের
চূর্ণ-চূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম
এইসব ইতস্তত রোগারোগিনীর দিনে।

সিলিকন চিপ, যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্তী কুকুর এবং দূর-ভবিষ্যতের একটি প্রস্থান ও বিস্তারপ্রসঙ্গ

রে গড্ডল, চকচকে কুকুর কৃকলাশ,
চারদিক থেকে ঝড় করে ছুটে এস সংখ্যাহীন
হুলুস্থুল পাহাড়ি বাদ্যকুহেলির মতো।

সিলিকন চিপ, দূরে, স্তেপাঞ্চলে, উত্তালকালো সাইপ্রেস বনে,
বালি-উপত্যকায়—কোথায় যে হারিয়ে এলে ধর্ম, বালিমূল্য তোমার!

বাইরে অশ্রান্ত কোলাহল, প্রগতির—
সর্বাঙ্গে বৃশ্চিকলাঞ্ছন,
তবু স্থির রেখে যুধি, সিলিকন চিপ, টিকে থেকো,
আমার এই হাজার বর্ষের পরমায়ু, কাকে দেব?
যাও, তোমাকেই দিয়ে দিলাম নিঃশর্ত।

মর্মে প্যাঁচানো ওই স্পষ্ট লেজকুণ্ডল-কুকুরের সঙ্গে
চূড়ান্ত ঘর্ষ হবে সিলিকনের একদিন।

কুকুর
যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্তী কুকুর
তার ওই লেজতরঙ্গের অপূর্ব তৃতীয় হারমোনিক্স্ আহা!
তাই বেয়ে ক্রমে আমি মর্ত্য ছেড়ে ধীর উর্ধ্বে, উর্ধ্বলোকে...

ঠিক এক হাজার বর্ষ পরে
সার্বভৌম সিলিকনস্বরে
প্লাস্টিকের উদ্‌ভ্রান্ত বি-মেজর সুরে সুরে
সমগ্র নভোভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঢেউ
দুষ্কবিজড়িত কণ্ঠস্পন্দন।
কার!

পাখিতীর্থদিনে

আজ এই পাখিতীর্থদিনে
উন্মুক্ত জানালাদিবসে আহা, অশনবসনের ক্লেশ!
দাউ-দাউ দুর্ভিক্ষের সামনে হা-দাঁড়ানো হতভম্ব মিকাইল—
হাতে ভিক্ষামাপনযন্ত্র কম্পমান—মর্চেপড়া, অ্যানালগ;
তদুপরি খসড়া, ক্যালিব্রেশনহীন।

এ-অঞ্চলে এমনিতেই কষ্ট।
পূর্বা, খোঁড়া শৃগালিনী, ভর্ৎসনাচিহ্নিত লণ্ঠন
মুখে নিয়ে ধীরে সরে পড়ো ক্রমপূর্বদেশে দুপুররৌদ্রে,
অগ্রাহ্যজঙ্গলের সরু পথ দিয়ে যাওয়া
স্নিগ্ধ মিথ্যাবাদিনীর মতো।

প্রবল বনকিরণের মাঝে, ততক্ষণে,
তোমার সমগ্র শরীরে চিকচিক করতে থাক
মিহি মিথ্যা-মিথ্যা বালিপরাগ।
তোমার হ্রেষাকে, পূর্বা, অতিরঙিন গতিকে
কয়েকবারই অতিক্রম করে যাবে
এতসব হিজড়াদিনের ঝমঝম হিজড়ামুদ্রার
শ্রী- ও ধী-সকল।

দিগ্‌দিগন্তর থেকে অখিল বুদ্ধিরাশি
এখন ধাবিত হোক ওই দূতের মস্তিষ্ক অভিমুখে।

ক্লাউন

ঠায় ঝোলানো মুখটা যেন
খেজুরগাছে ভাণ্ড
ছাতিমগাছে দোদুল্যমান
কলাগাছের কাণ্ড।

চক্ষু দুটি চড়কগাছে
ঘাড় গিয়েছে বেঁকে
একটু-আধটু রস পড়ছে
বকযন্ত্র থেকে।

আগুন-কাঁখে আটটি দিকে
উলঙ্গ জিপসি
ন্যাংটা নরনারী দেখে
কাটল কি জিভ, ছি!

ছাতিমের ওই ছোট অপ্রতিভ শাখা
তার এত ক্যারিজ্‌মা! প্রজ্ঞায় বাঁকা!
লোভনের লোল চাকু লাল ফলে বেঁধা
শিশুর সামনে ঝোলে পুতুলের মেধা।

কেউ বলে, সে অলবডেড
হ্যাংলা বেশি। ভুল পদ্যে
মঞ্চে মাতে। এরই মধ্যে
নেপথ্যে সেই সুতাসুদ্ধে
টান।

সেই সাথে সেই নটমোড়ল
লাল হলুদ আর সাদা তরল
নাক মুখ কান গুহ্য দিয়ে
লাল-কালচে জিভ দেখিয়ে
ফ্রিজ।

ঝুলন্ত ওই দারুমূর্তি ছিল চক্রবালে
ঝুলতে ঝুলতে ঠেকল এসে হাবা গাছের ডালে।
মোচনের লাল লগ্ন এনে দেয় ঢেকে মা শচী
যুগলবন্দি একটি ফ্রেমে উভয় পত্রমোচী।

চন্দ্রের মন্থরা ছোট মেয়ে হাওয়া
অর্ধেক অধরা সে, অর্ধেক পাওয়া
অর্ধেক লুপ্ত সে ছিল গতকাল
তার দিকে ছুটে গেছে সারাটা সকাল।

দেহভর্তি মাখামাখি রাত্রি ও আগুন
জড়বুদ্ধ সিদ্ধপুরুষ স্থিরচিত্রে ক্লাউন।

সিমেন্ট-আরসিসি

ক্যালসিয়াম, সুনন্দ রাজার পুত্র তুমি, গোবর্ধনগিরিতে ঘর।
ওটা ক্রৌঞ্চ-চ্যানেল—ওই চ্যানেলে বাতাস ও বাসনাবাহিত হয়ে
পাখি আসে। তুমি আসো স্বরচিত লালা বেয়ে,
গড়িয়ে গড়িয়ে, খড় ও ক্যাকটাস পার হয়ে।
কোটিকল্পকাল ধরে কত অন্বেষণ! আকর্ষণবশে।
অবশেষে রশ্মিতোয়া নদীর ধারে ভাঙা ঘাটে
দেখা কার্বনার সাথে। পড়শি অম্লজান, পড়শি মৃত্তিকা,
সঙ্গে অগ্নি—তাপাঙ্ক আহরণ।
তাহাদের প্রণয়ের রাঙা বটফল ওই ধূসর সিমেন্ট।

লৌহিনী ঘোরে ফেরে সূর্যরেখা ধ'রে
এক ফাঁকে সূর্যাস্ত গঠন করে নেয় গণ্ডদেশে
অতঃপর দেখা হলো সিমেন্ট সিলিকা জল পাথরের সাথে।

সিমেন্ট সিলিকা জল পাথর লৌহিনী
জন্ম-জন্ম ধরে বহুভুজ প্রণয়কল্প প্রভু
গূঢ় বন্ধন, পরস্পরে লীন হয়ে গিয়ে
পুনশ্চ রাঙা বটফল ওই বাকাবিল্লা সিমেন্ট-কংক্রিট।

চিম্বুক পাহাড়ের শানুতলে শতযুগ এইসব নীরব কোলাহল।

পরমাণু

ইলেকট্রন, কান্তা মুক্তবেণি, বেণি বাঁধতে বসেছিল তখন
সহসা কেন্দ্র ফুঁড়ে উড়ে আসে বাঁশির ফ্লেভার
আকুল শরীর তার বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ তার আউলাইলো বান্ধন ॥

উনুন, তৈজসপত্র সব অরক্ষিত রেখে
বধূ ছুটে যেতে চায় বনকেন্দ্রে
অবলোহিত কুলমর্যাদা তার
বারবার টেনে ধরে রাখে।

সেই থেকে চুলখোলা ইলেকট্রন উন্মাদিনী,
তরঙ্গ জাগিয়ে তোলপাড় করে ঘোরে, হাসে কাঁদে,
তুরীয়াবেশে, একই পরিধিপথে।

অন্তত কিংবদন্তি তা-ই বলে।

ক্রীতদাসী

বহুকাল আগে তার দেহ থেকে
যকৃৎ ছিটে আসে।
পিণ্ডাকৃতি লাল যকৃৎ ঘূর্ণনগতি পায়,
বিবর্তনের বর্গধাঁধায় ঘুরে
যকৃৎ ক্রমে ক্রীতদাসী হয়ে যায়।

চুয়ান্নজন দাসী আর উপদাসী
সবচেয়ে এই সুন্দরী তার কন্যা ও ক্রীতদাসী।
শ্যামল হৃদয়, দেহের খনিজ
লাল পশমের বেলুন।

—ক্রীতদাসী তুমি ভেসে ভেসে কেন
যাও না নিরুদ্দেশে?
—আকর্ষণীয় প্রভুর সঙ্গে ঘূর্ণনখতে বাঁধা।

—ক্রীতদাসী এত যন্ত্রজৈব শক্তি কোথায় পাও ?
—প্রভু তো পাঠান দুগ্ধ ও সঙ্গীত।
প্রভুপিতা থেকে হঠাৎ হঠাৎ
উপহার আর প্রভূত প্রহার
ভেসে আসে।

অনুষ্ঠান

বিচ্ছুরিত সাদা গাউন উড়িয়ে
ওই যে শিমুলবীজ অনুষ্ঠান থেকে
রাজসিক ফিরে যাচ্ছে গৃহে
কনিষ্ঠা কুমারী।

দূরে ত্রিভঙ্গিল ক্ষীণ বুধ।
বুধরেণু ছিটকে এসে লাগে
মৃগয়াশিল্পীর এ স্বচ্ছ শরীরে
অবিকল প্রতিবিম্ব জাগে।

কাল ভোরে তার দেহখণ্ড থেকে কারা যেন
খুলে নিতে আসবে অটুট
বিনুনি-বর্ণনা, অণুকীটসহ তাম্রবাকলের স্মৃতি,
বয়নকৃতির সূত্র ধ'রে ক্রমবক্রমান ক্রোধ।

-ষ্ঠান ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে
বিগত বাকল থেকে দ্রুত কোকিলতা তুলে নিয়ে
অনু-কে পালিয়ে যেতে হয়
এমনকি, অভিমুখ, ভুলক্রমে তাকেও না নিয়ে সঙ্গে, একা।

স্বকাল

এবং আবার তীব্র চাপ
রক্তস্রাব
ইতিহাস-ক্যারাভানচ্যুত পশু ও মানুষ
আবার নতুন কার কাটা মুষ্ককোষ ঘিরে আবর্তিত
সৃষ্টিশীল ফেনাপুঞ্জ!

ফের বস্তুবিকাশের সমতলে কর্পূরের উদ্বায়ী প্রতিভা।
এবং ফাটিয়ে সর্বনাম ঢোকে জল তিন দিক থেকে
প্রেক্ষা ভেঙে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে দুর্বিনীত উদ্‌বিড়াল।
কালে কালে হাড়ের কাঠামো অতিক্রম করে
ছলকে ছলকে ওঠে মাংস,
পচনপ্রবণ, শুধু মাংসের ছোবল।

পঙ্গু ভিখারির বিষণ্ন আত্মমৈথুনের মতো
কাঁটাতারে হঠাৎ-আটকে-যাওয়া ভুবনচিলের
লাল দীর্ঘ চিৎকারের মতো
এইবার দ্রষ্টব্যে শুধু অবদ্রব, নাব্যতা-হারানো মেঘ,
শুধু সাদা, শুধু ডিসক্রিট, শুধু দগ্ধকালো কার্বনের মতো.....

মৌমাছি

গতির প্রোটিন খেয়ে উড়ে চলে বণিক মৌমাছি
ওড়ে, ওড়ে আর শুধু বলে চলে যায়, চলো বঁচি,
বেঁচে যাই গণিতে, রশ্মিতে। দেখি ধাতুর পর্ষদ
চলো খাই লিথির জলের ঘোলা ঘূর্ণ্যমান মদ।

যাবতীয় বিধিগ্রন্থ ভেদ করে যাক মুর্খ তীর
কড়িবর্গা দুলে ওঠো, কাঠামোতে ভয়াবহ চিড়
খেয়ে ভেঙে যাও। রোগে, বজ্রে হও পাটল, কপিশ।
কীটে ও কেন্নোয় হোক আমাদের মেটামরফোসিস।
বিচূর্ণ আয়না জুড়ে ভেসে ওঠো প্রতিবিম্ব, দাহ্য;
হৃৎপিণ্ডের মাঝখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে অনিবার্য
গোলক, চতুর সে মৌমাছি উড়ে উড়ে বলে যায়,
চলো এলদোরাদোয় যাই। না, না, এলদোরাদোয়
নয়, বিনাশের মেঘালয়ে। ওহে গদ্যের জাতক,
দেখা হোক, কোথায় সে নেপথ্যের নিমগ্ন নায়ক!
শোনো, আমাদের কোনো ঘরবাড়ি নেই, থাকবে না,
থাকতে নেই। এ-গ্লোবের সবকিছু ভীষণ অচেনা।

ডাকি পূর্ণনাশ, ভাঙি বিনির্মাণ চুম্বকীয় ঝড়ে—
কোলাহল থেকে দূরে, হলাহলে, অস্থির প্রহরে।

তূর্ণট্রেনে আলোকবধূর পিত্রালয়ে যাওয়া...

সে এক জায়গা আছে—
সারি-সারি ইস্পাতপ্রভ বৃক্ষ, ভোরবেলার।
অসংখ্য বেনজিনগন্ধা পাতা
আর আলফা-চালিত আলোক-লতার ঝাড়
প্রতিটি লতার শীর্ষবিন্দু ধ্রুবকের মতো জ্বলে।

নদীগুলি বহুস্তর কাচের প্রবাহ।

শাখাশীর্ষে গুচ্ছ গুচ্ছ রামধনু-বিচ্ছুরণ—
ওগুলি ফল—ক্রিস্টালের।
ডালে ডালে রত্নচ্ছট পাখির পুরীষ।

কান্তিঝলকিত এক ঝাঁক শজারুর দিগ্বিদিক শরীর থেকে—
নদীগুলি বহুস্তর কাচের প্রবাহ—ঠিকরে পড়ছে
চুয়ান্নতল হীরকের রেশমরশ্মি-প্রভা।

আর আলফা-তাড়িত আলোক-লতার ঝাড়
প্রতিটি লতার শীর্ষবিন্দু ধ্রুবকের মতো জ্বলে।
আর তূর্ণট্রেনে আলোকবধূর পিত্রালয়ে যাওয়া
আর তূর্ণট্রেনে কিম্পুরুষের পিত্রালয়ে যাওয়া।

মৌল

রুটির আঘাত লেগে দিনের শরীরে
প্রত্যহ টঙ্কার জাগে।
স্নায়ু খুব দুরবস্থ এইসব প্রত্যহের।
চূর্ণ দর্পণের সম্মুখে এলেই জাগে যুগপৎ
স্খলন ও নিদ্রাপ্রবণতা।
(যেই ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়াই
আমরা পিছলে পড়ি আর ঘুমিয়ে আর ঘুমিয়ে যাই দ্রুত।)
সন্তর্পণে জেগে উঠে বিশল্যকরণীরেখা অতিক্রম করে।
পিছিয়ে পিছিয়ে দূরান্তের বিন্দু-বিন্দু আভা।

ঝুলে-পড়া চামড়ার প্রাচীন দুর্বোধ্য তক্ষকের
সন্ধ্যা-অতিবাহনের যে স্মারকসংখ্যা—
তার জন্য যৎসামান্য জটিলতা জমা থেকে যায়
আসে বিবাহার্থী ছাত্র কেঁদে-কেটে
তুলসীঝোপের ধারে, প্রেমরং
অসংখ্য অনেক প্যাপিরাস-পৃষ্ঠা নিয়ে।
(যেই ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়াই
আমরা পিছলে পড়ি আর ঘুমিয়ে যাই দ্রুত।)

অধিকারী যায়
করল্যাবীজের মতো অবিশ্বাস নিয়ে—
মার্চের বিকালে, বিস্তারিত নদীকূলে
গ্রাফাইটে-প্যাপিরাসে সংঘর্ষ লেগেছে—
থামায়, মুচড়ে আনে কিংবা
একবিন্দু স্থলকণা যদি পায় এ-ব্রহ্মঘূর্ণনে
সেখানেই ছাউনি ফেলে
ধান ও যবশীর্ষক আলোড়ন গড়ে তোলে।

কার্পাসের পরিত্যক্ত গুদামের পাশে
অশ্রুপাত কোনোদিন থামবে না। ক্রান্তি।

বিমোক্ষণ

আজ
এই পূর্বাহ্নেই
সমস্ত ঘটনাতরঙ্গের
চূড়া-বিন্দু-বিন্দুতে পুঞ্জিত ছিল হলাহলফেনা
দিগ্বিদিক বেপরোয়া বিষের উত্থান—

তোমার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত স্বর্ণধূলি গিয়ে
মিশছে রশ্মির রবিশস্যীয় প্রতিভায়
এতে যে সর্বপ্লাবী বিষরসায়নের বন্যা
তাতে বুঁদ হয়ে ডুবে ছিল আজ সমগ্র নিখিল।

এখন, এই সন্ধ্যাক্ষণে,
রাঙা আলো-অন্ধকারের এই মৃদু-মৃদু ঘর্ষণমুহূর্তে
বিষের সকল দিগ্বিদিক সম্ভাবনা
দপ করে স্তব্ধ হয়ে আসে
সাপও অহিংস হয়ে যায় এই ধীর কমলাপ্রবণ সন্ধ্যায়।

লব্ধি

চলো ফিরে যাই বহুব্রীহি।
গোলাভর্তি ধানের প্লাবন শুধু কীটদষ্ট হয়
পতঙ্গেরা স্পর্ধায় বেগনি হয়ে যায়।

খুব কষ্টেসৃষ্টে হেঁটে হেঁটে ওপারে গেলাম
ভূয়োদশী পূর্বপুরুষেরা বলে দিলো,
ওরে অর্বাচীন, কালীসন্ধ্যা নামে, ঝড় ব্যেপে আসে,
বীক্ষণের কাঁটামূল ছিঁড়ে উঠে আয়—
মৃত্যুকে কখনো রোধ করা যাবে না হে উদ্‌ভ্রান্ত গিলগামেশ।
পরিরাও বলল, মানুষ মরণশীল
অতএব দুঃখ করে লাভ নেই দুঃখের দৌহিত্র, ওহে বহুব্রীহি,
রে মগ্ন বায়ুচলাচল,
ধানের প্লাবন শুধু বারবার কীটদষ্ট হবে
পতঙ্গেরা স্পর্ধায় বেগনি হয়ে যাবে।
তার চেয়ে চলো উড্ডয়নক্ষম সরীসৃপ হয়ে যাই
ত্বরান্বিত হয়ে যাই
অবিনাশ জড়বস্তু হয়ে যাই—
ছিঁড়ে-ছুঁড়ে নির্মোক, ইথার কেটে কেটে হেলেদুলে
চলে যাই রাজসিক মুগ্ধ ব্ল্যাকহোলে
ধূমায়িত ধাতুর গহ্বরে।

বাড়িতে অতিথি আজ রাতে এক বুড়ো প্রত্নকালের এস্কিমো
ওর মাংসে সিন্ধুঘোটকের চিরঞ্জীবনী আমিষ
মুখের ত্রিবলিরেখায় বল্গাহরিণের মৃত্যুহীনতার হল্কা
অতঃপর মাড়াইকাজের পাঁচ কিংবা ছয় দিন পরে
গাঁজনপ্রক্রিয়াশেষে ওই এস্কিমোর মাংসপচা, প্লীহাপচা,
পচা বলিরেখা, সঙ্গে দশ ফোঁটা তেজ ও ইলেকট্রন—
এসব ভেষজে রসায়নে ভেসে ভেসে হবে নৈশপান।
জ্বর আর জারকে সাঁতার কেটে স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছাবে শরীর
বহুদূরে বহুবচনেরা বৃষ্টির ভঙ্গিতে লাফাতে থাকবে।
বৃষ্টি, বৃষ্টি, তড়িৎতরঙ্গের বৃষ্টি, ওই আনুভূমিক বৃষ্টির ডালপালা।

এইরূপে এস্কিমোশোষণে চিরায়ু হওয়া চলে।

মৃত্যুরোধে ব্যর্থ চেষ্টা নতুবা চিরায়ুকল্প—
দুই দিক থেকে দুই ভেক্টরের তীব্র টান।

চন্দ্রের চাঁদমারি থেকে বারবার প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে
তীরাঙ্কিত চুরমার লব্ধিফল।

কবরের উপকথা

একটি কবর পড়ে থাকে একা ঘোর দুপুরের রোদে
ফলকে খোদাই বাইশে পৌষ তেরোশো বিরাশি সাল
মাটির ভেতরে কে এক শ্রমণ গড়ছে প্রতিষ্ঠান
রশ্মিমথিত শোণিত এবং শাণিত মনীষা দিয়ে।

মূর্খ মানুষ প্রত্নের লোভে কবরের দেশে যায়
বাঁকা বসবাস, অনুসন্ধান, বক্র সমান্তর;
ক্যালেন্ডারের ভস্ম ফলক ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যায়
মূর্খ মানুষ, ওই নির্মাণ ভ্রান্ত প্রকৌশলে।

সাদা ও কপিশ, সাদা আর শুধু সাদাদের বিন্যাস
একটি মানুষ বহুবিভাজিত বিষম সমানুপাতে
ক্যালেন্ডারের ভস্ম ফলক ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যায়
একটি মানুষ রূপান্তরিত পাথরিত যৌগিকে।

চেরাগজন্ম

বাতাসে ভাসিয়া যায় বহু ব্যঞ্জনধ্বনি, ঘ্রাণ আর
প্রলাপবিলাপবিকিরণ, নিরুদ্ধার, যুগের যুগের।
লণ্ঠন তুলে ধরো চারণপুত্র,
আজ ভাষা ভেসে যায় সন্ধ্যা-, অন্য কালের।
ভাষা পাঠোদ্ধারহীন যায় ব্যাসকূটসহ,
ধরো খপ করে চঞ্চুক্ষেপে একে একে
আলো ফেলে লালা ফেলে করো অর্থভেদ দেখি এইবার।

চারণ, তোমার চেরাগজন্ম বৃথা যায় যায়...

মন্দ গাইছে লোকে দিকে দিকে পুনর্বার
চিমনি চিরে যায় আজ উন্মার্গ জলের ছিটায়
লোকের সকল মন্দ চন্দনচূর্ণ করে বলো,
এ-ই মাখিলাম এই মণ্ডলে।

চারণ তোমার চেরাগজন্ম বৃথা যায় যায়
চিমনি চিড় খায় আজ উন্মার্গ জলের ছিটায়
চিমনি চিরে যায় আজ চক্রবাল থেকে
তেড়ে আসা অভিশাপে, ভর্ৎসনায়।

ওই বাঁধে নির্জন সভাপতি থাকে

ওই বাঁধে নির্জন সভাপতি থাকে।
সন্ধ্যাভাষা জানে।

বাঁধের একধারে দ্রুত গজিয়ে উঠল মরুভূমি
অন্যধারে হাসপাতাল।

পুচ্ছ নাচিয়ে নাচিয়ে এল দুই ঝাঁক
ডেটলছন্দা নার্স, আবাবিল।

যাবে?
চলো ওই বাঁধে গিয়ে করি বাস।

কোলাজ

একটি ভীষণ বামন তরুণী ফড়িং-ছন্দে নাচে
রৌদ্রগর্ভ ছাতিমচূড়ায় ঝুলে থাকে তার হাসি
বিদঘুটে এক পাটকিলে-রং হাসি।

প্রাক্তন এক গুহার কিনারে এইখানে প্রতিদিন
চূর্ণিত হয়ে পড়ে থাকে একা রাত্রির অবয়ব
দিন এসে যায়, আলো জ্বলে ওঠে, তবু
কৃষ্ণমুগ্ধ অবয়ব পড়ে থাকে।

গ্রাগুক্ত সেই গুহার কিনারে এইখানে প্রতিদিন
ডাকপিয়নের সাইকেল এসে ধীরে ধীরে থেমে যায়
ওই নীল ওই নিরুদ্দিষ্ট ঘরের অন্তঃপুরে
কাঠের কাঠামো ঝুঁকে থাকে তার কীটপুত্রের লাল
মেজেন্টামাখা প্রস্থের বরাবর।

এবং বিকল বোধের অন্তরালে
হাইকুলেখক মরে পড়ে থাকে কামারশালার ধারে।

উৎস

ভূমধ্যরোদের স্রোত ভেঙে ভেঙে ঘরে ফেরে বিদগ্ধ বিড়াল
পড়শির বাড়ি থেকে মেধা চুরি করে ঘরে ফেরে অন্যমনস্ক বিড়াল
কম্পিউটার থেকে পাঁচ-পাঁচটি ডিজিট খোয়া গেল কালরাতে—
শোনা যায়
বিড়াল তা নাকি মুখে করে নিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে বর্জ্য-বাস্কেটে।

পৃথিবীতে খুব শিঘ্রি শুরু হবে নতুন সভ্যতা।

বিড়ালের অন্তরঙ্গ রোমরাজি থেকে অবিরল
বিকিরিত হতে থাকে মেঘ আর মনীষার অঢেল জ্যোৎস্না
বিড়ালের লালর কিরণ খুব অনায়াসে অতিক্রম করে যাবে
যাবতীয় ঐশী পর্যটন।
বিড়ালের নৈয়ায়িক থাবা ঘিরে পাথরকুচির মতো অঙ্কুরিত হবে
গুচ্ছ-গুচ্ছ উচ্ছল নতুন সূত্রাবলি
অঙ্কের উদ্ভিদ,
মানুষের নতুন মেরুনরঙা শ্রমশর্ত।
বিড়াল আঁচালে হাত, খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে
ওই নব্য সভ্যতার বিনিদ্র শ্রমণকুল।
তারা উপকাহিনীর মতো চুকচুক করে শুষে নেবে একে একে বেঠিক বিগ্রহ
বাঘনখ আর যাবতীয় ভুল শিরস্ত্রাণ।
প্রচলিত বস্তু থেকে একটি-একটি করে পরমাণু তুলে ফেলে
নব্য শুদ্ধ পরমাণু দিয়ে ভরে দেবে তারা।

পৃথিবীতে খুব শিঘ্রি শুরু হবে নতুন সভ্যতা।

প্রলাপ, সিসাবর্ষের প্রভাতে

সেইসব অবিরাম সিসাশ্রাবণের বিরুদ্ধে
টগবগে মোরগ উড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল অর্বাচীন—
আমাদের কেশর-ফোলানো লালশীর্ষ মোরগ দূরপাল্লার।

ঠিক তখনই তোমাকে দেখি কত চিত্রে চিত্রে ভেসে যাও
মেঘের প্রেক্ষিতে।
কহ কথা, কী সব দ্রুত লাক্ষণিক উপভাষায়-ভাষায়!
যথাক্রমে ছড়াতে ছড়াতে যাও বাক্য
পূর্বপশ্চিমের সংখ্যাহীন শ্লেটে শ্লেটে।
নিচে খর্বকায় বক্র মানব, অশোধিত অর্বাচীন,
প্রশ্নহারা পিপীলিকা খেয়ে বঁচে
উদ্‌ভ্রান্তের মতো খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজে পায়
ডাকমাশুলের নিচে চাপা-পড়া সব অবাক ঠিকানার বিস্ফার।

এখন জানালাপথে
আবারও প্রাচীন সুর্মাভস্মের সহসাবাতাস
আর উপদ্রুত মেষমালিকের তীব্র দাবিবাক্য
ধীরে ধীরে হয়ে আসে অকথ্য সুদূর
এবং পশ্চিম।

আজ এই সিসাবর্ষে
পক্ষান্তরে এই মোরগ-উৎক্ষেপণের ঋতুতে ঋতুতে
করি এতসকল প্রলাপ নিষ্কাশন।

সাবস্টেশনে একা একজন লোক

গ্রিড সাবস্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক
একা, উদ্বাহু।

সাবস্টেশনের আলো
তরুণ প্রফেটের মতো জ্বলে।

যথাক্রমে কাঁকর ও হেলেঞ্চাশাক সুর্মা হয়ে যায়।

ওই আলোর অদ্ভুত এক ক্যারিজ্‌মা—
লোকটি সম্ভবত দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে থাকবে
ওরকম উদ্বাহু, একা।

নতুন সাবস্টেশনের আলো
তরুণ প্রফেটের মতো জ্বলে।

সার্কারামা

আজ এক রুগ্ন অগ্নিকুণ্ডের কিনারে বসে আছি জবুথবু
চারদিকে চলমান সার্কারামা
ছবিগুলি খুব দ্রুত নাচতে নাচতে আসে আর যায়।

কুড়ি লক্ষ বর্ষ আগে প্রকৃতির লোহিততন্ত্রে-তন্ত্রে তীব্র দাহ
অণ্ড-আত্মা থেকে দ্রুত প্লাবনের বেগে ঢেলে ফেলে জন্মশুক্র
এত বাঁধ, এত যে বিন্যাস,
শুক্রগতি থামছে না তবু
উর্ধ্ব থেকে প্রতিহত হয়ে আসে প্রতিনিধি, অগ্নিকোণে।
রেতঃস্রোতে অবিরল তাপ ঢালে সপ্তবহ্নিজাল
অসহ্য অসহ্য এত বর্ণবিকিরণ, এত বহুতল হীরকের সন্ত্রাস
এত বাষ্প, গন্ধ, পঞ্চভূতের এতটা পচন ও মন্থন!
স্রোতে ঘোরে মহাচক্র
চক্রে চক্রে পাপ, পুঞ্জীভূত ফেনা
ফেনা থেকে প্রাচীন ডুবোপাহাড়ের মতো
তীব্র জলধ্বনিসহ ঘুরে ঘুরে উঠে আসে নতুন কিরণ
গনগনে নতুন কীটাণু
সদ্যোজাত ছেচল্লিশ লাল ক্রোমোজমের উল্লাস।

বনবৃক্ষে বাড়বাগ্নি জ্বলে
ধুম্রপাকে হারিয়ে ফেলে পথ
উচ্চ স্বরে কাঁদতে থাকে ব্যাঘ্র ও ম্যামথ।

নদীর জলে ওড়ে ভস্ম, ওরে মৎস্য, কোথায় যাবি তুই
বাইসনেরা ধুলায় গড়ায়
পক্ষীরা সব পক্ষ গুটায়
দিসনে ঠোকর, পুড়বে কেবল পুড়বে রে চঞ্চুই।

হিংস্র নখরা বিকট দন্তুর
অতিকায় সব প্রাচীন জন্তুর
চিৎকার শোনা যায়
কাতরায়, তারা কাতরায়
শুধু আলকাতরার জলাশয়।

অরেঞ্জ নদীর তীরে নামল রাঙা প্রমিথিউস
মৃত্তিকা-স্তর কাঁপল মৃদু-মৃদু
অরেঞ্জ নদীর তীরে
ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত রঞ্জিত সব মানুষ।

রাত্রিগন্ত দুই ঈশ্বর মাদুরে ঝিমাতে থাকে
মাটির পাত্রে অস্থিপোড়ানো অঙ্গার, কার্বন
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে এক নারী বৈতরণীর বাঁকে
ওই অবিনাশী পৃথিবীর মতো আইবুড়ো, কার বোন?

হাম্মুরাবি ভেসে ভেসে আদিকৃত্যে যায়
উঁচিয়ে রাখা তর্জনীতে তার
একটি ফড়িং উড়ে উড়ে শুধু বসতে চায়।

ঝাঁক বেঁধে মাঠে ভ্যান্ডালদল নামে
দষ্ট ফসল চিৎকার ছোঁড়ে দীর্ঘে এবং বামে
সাদা হিংসায় গতি থমকায়
প্রবাহিত মানুষের।
শস্যকীটের লাল থেকে ঝরে তেজ
পানকৌড়ির দিকে তেড়ে আসে বন্যবহ্নিলেজ।

সহসা শূন্যে সালফার-মুঠি উড়ে যায় ক্রীতদাস
বায়ুমণ্ডল পুড়ছে খুব তখন
আকাশে আকাশে রক্তকাণ্ড, হঠাৎ বিস্ফোরণ
ক্রীতদাস ফেটে বীজাণুর মতো অংখ্য ক্রীতদাস
আকাশের থেকে হাঁস ভেসে আসে হাঁস।

আকাশের থেকে হাঁস নেমে আসে হাঁস
মধ্যরাত্রে বুদ্ধ জড়ায় গাত্রে
পশমীর মতো ছাইরঙা সন্ন্যাস।
আকাশের থেকে হাঁস ভেসে আসে হাঁস।

সার্কারামায় আসে উপসংহার
স্থিত গৌতমও গতির আহার, বোধির পাশেই অগ্নিপাহাড়
জ্বালামুখে জ্বলে মানুষের স্নায়ু, মগজ এবং স্নেহ
নিথর রেটিনা ধরে রাখে সাত রশ্মির মৃতদেহ।

গড়িয়ে নেমে আসে খঞ্জ লুসিফার
কাঁধের ডানে বামে আণব শীতকাল
চুলের হিসাহিসে পতিত ইতিহাস
অন্ধকার দিয়ে গঠিত প্রস্তর।
জাগছে কালে কালে ইচ্ছা অদ্ভুত
ধাতব মুদ্রার, বিরামচিহ্নের।

মেঘের কশ বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসে
গড়িয়ে নেমে আসে খঞ্জ লুসিফার
অন্ধকার দিয়ে গঠিত শিলাকাল
প্রতিদ্বন্দ্বিতা টোটেম ও মনীষার।

এইবার এই অবেলায়, হে জ্ঞাতি, হে রহস্যের উপজাতি,
অন্তহীন শিবলিঙ্গের প্রহরী,
গলমান গ্রাফাইট-স্তরের ওপর গড়াগড়ি দাও
পুনর্বার পাপ করে ফিরে এস
পুনর্বার মুদ্রণযন্ত্র ভেঙে ভূমিসাৎ করে দাও হে অর্জুন
স্মৃতিভ্রষ্ট ব্যাধ, স্মরণকালের হে অবিস্মরণীয় ব্যাধি।

পঞ্চভূতের শাসিত নিয়তি
পৃষ্ঠদেশের ক্ষত আর ক্ষতি
তীব্র ক্ষুধা ও খাদ্যের গতি
বিস্মৃত হও, বিস্মৃত হয়ে যাবে।

বৃত্ত ঘোরে মহাবৃত্ত
বিনাশ, মহামারী নৃত্য
মনুকুলের শেষকৃত্য
প্রাণী এবং পতঙ্গের সাথে।

শ্রবণ বধির করে দিয়ে বয় মহাবৃত্তের হাওয়া
বস্তুর থেকে বিকশিত ফের বস্তুতে ফিরে যাওয়া!
শ্রবণ বধির করে দিয়ে বয় মহাবৃত্তের হাওয়া
শ্রবণ বধির করে দিয়ে বয় মহাবৃত্তের হাওয়া
শ্রবণ বধির করে দিয়ে বয় ....
শ্রবণ বধির ....
শ্রবণ ....